দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের দুর্নীতি দমন প্রসঙ্গে

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাদ্রাসা বোর্ডের কিছু কিছু কর্মচারীকে সাসপেনশনে দেয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু কর্মচারীকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সত্যিই উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। তথাপি দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়নি। মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দেয়া হলো।

১। বোর্ডের সমস্ত কর্মচারীকে (ডিলিং এ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকশন-অফিসারসহ) তিন বছর পর পর মাদ্রাসা বোর্ড থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্যত্র ট্রান্সফার করতে হবে। কেননা এরা টাকা খেয়ে যে কোন ধরনের দুর্নীতি করতে অভ্যস্ত। বর্তমানে চাকরিরত সকল কর্মচারীকে অবিলম্বে ট্রান্সফার করা উচিত।

২। মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা শাখাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, টাকা নিয়ে ছাত্রকে পাস করানো, গোপনে ছাত্রদেরকে পরীক্ষার খাতা প্রদান, পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষকদের ঠিকানা প্রদান, ফেল করা ছাত্রদেরকে পাস করানো, একই মাদ্রাসার শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষক বানানো, ভুয়া সার্টিফিকেট প্রদান প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা শাখা থেকে হয়। তাই পরীক্ষা শাখাকে ঢেলে সাজানো দরকার।

৩। মাদ্রাসা বোর্ডকে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মচারীরা ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের যোগসাজশে যে কোন ধরনের অন্যায় করে থাকেন। আর আলিয়ার ছাত্রদের কাছে গোটা শিক্ষকমণ্ডলী জিম্মি। তারা বোর্ড থেকে পরীক্ষকের ঠিকানা সংগ্রহ করে এবং সেই পরীক্ষকের বাড়িতে গিয়ে নানা ধরনের হুমকি দেয়।

৪। মাদ্রাসা বোর্ডের সংখ্যা একাধিক করা উচিত। রাজশাহী বিভাগে ১টি মাদ্রাসা বোর্ড করলে শিক্ষকদের দুর্ভোগ কম হবে। কেননা মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রেশন ফরম, পরীক্ষার ফরম, বৃত্তি পরীক্ষার ফরম প্রভৃতি কাগজপত্র গ্রহণ ও জমা দিতে হয় হাতে হাতে। ফলে টেকনাফ-তেঁতুলিয়ার ১ জন সুপারকে বছরে ৫/৭ বার ঢাকায় আসতে হয় যা সত্যিই কষ্টকর।

৫। মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা যে কোন স্কুল বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ, টেবুলেশন সিট প্রদান, নম্বরপত্র প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্কুল বোর্ড প্রতিবছরই প্রায় দেড় মাস বা ২ মাস কম সময়ে ফলাফল প্রকাশ করে এবং টেবুলেশন সিট প্রদান করে। এজন্য যে কোন স্কুল বোর্ডের কন্ট্রোলারকে মাদ্রাসা বোর্ডের কন্ট্রোলার হিসাবে নিয়োগ করা উচিত।

৬। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও টেবুলেটর হিসাবে মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকেই নিয়োগ করতে হবে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে উক্ত দায়িত্ব না দেয়া উচিত।

আবু আবদুল্লাহ
নবাবপুর রোড
ঢাকা।